দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 27 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শিক্ষা জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন শিক্ষক। কাজেই শিক্ষকের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সুসম্পর্ক থাকা উচিত এবং এর সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের সহজ ও সাবলীল হওয়া দরকার। শিশুরা যেমনটি মা-বাবাকে অনুসরণ করে ঠিক তেমনটি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষককে অনুসরণ করা উচিত।

মাতা-পিতার প্রতি সর্বাধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পরেই সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী হলেন শিক্ষক। অতএব শিক্ষকেরও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি কর্তব্য আছে। তিনি তাদের চরিত্র গঠন এবং শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন ও প্রয়োজনবোধে শাসন করবেন।

তবে শাসনের পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি গড়ে উঠে। যার ফল পড়াশুনায় তারা উদাসীন হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষক যদি শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন তবেই ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু শিখতে পারবে।

শিশুদের প্রথম শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন মা-বাবা। সমাজে কিভাবে সবার সাথে আচরণ করবেন তা শিক্ষা দিবেন মা-বাবা। শিশুকে যে শিক্ষাই দেয়া হোক না কেন মাতা-পিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকা তাকে তা শিক্ষা দিবেন আদর-সোহাগ স্নেহ-মমতার মধ্য দিয়ে। শিশুদের মহৎ ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ শুনিয়ে ধৈর্যের সাথে যুক্তি দিয়ে গল্প বলে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষকদের সকল হুকুম মানতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলাম ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্কের গুরুত্ব দেয়। সাধারণতঃ শিক্ষক বয়োজ্যেষ্ঠ আর ছাত্র বয়োকনিষ্ঠ হয়। এ সম্পর্কে মহানবী রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।" উক্ত হাদিসটি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব শিক্ষকের কর্তব্য ছাত্র-ছাত্রীদের স্নেহ করা। আর ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত সম্মান করা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্পর্ক যতই মধুর হবে শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীরাও ততো আগ্রহী হবে।

—ফারুক আল মাসুম